দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 6/6/83 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 5 কলাম 4 ...

028

পাঠ্যবইয়ের চাহিদা

আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যয়বহুল। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে হলে বিভিন্ন খাতে বিপুল ব্যয় করতে হয়। সরকার অনেক ব্যয়-ভার বহন করা সত্ত্বেও, শিক্ষার জন্যে যে ব্যয় করতে হয় তা মেটানোর ক্ষমতা অধিকাংশ অভিভাবকেরই নেই। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র এবং শিক্ষা—বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে এই দারিদ্র একটা বড় অন্তরায়। বস্তুত, দারিদ্রের কারণেই, প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে শিক্ষার উচ্চস্তর পর্যন্ত অভিভাবকদের পক্ষে ব্যয় বহন করা সম্ভব হয় না, এবং বাস্তব কারণেই শিক্ষা লাভের ইচ্ছা গোড়া থেকেও পরবর্তী বিভিন্ন স্তরে বিসর্জন দিতে হয়। সাক্ষরতা ও শিক্ষার হার যে আমাদের দেশে খুবই কম এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে যে মাঝপথে শিক্ষায় ইতি টানতে হয়, দারিদ্রই তার জন্যে বিশেষভাবে দায়ী।

শিক্ষা লাভ করতে হলে বিভিন্ন খাতেই ব্যয় করার প্রয়োজন পড়ে, এবং অনেক ব্যয়ই অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য। শিক্ষা লাভের ব্যাপার অনেক কিছুর ওপরই নির্ভরশীল। শিক্ষা লাভের জন্যে যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাই, তেমনি চাই শিক্ষক এবং প্রয়োজনীয় বই-পত্র। বস্তুত, প্রয়োজনীয় বই-পত্রের অভাবে এবং সেসব সংস্থান করতে না পারার কারণে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরেই অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষার্থীরা হয় ক্ষতিগ্রস্ত। প্রয়োজনীয় বই-পত্র ছাড়া শিক্ষার কোনো স্তরেই শিক্ষা লাভ সম্ভব নয়, এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তো আরও কঠিন—বলতে গেলে অসম্ভব। অথচ এমন অত্যাবশ্যকীয় এবং অপরিহার্য যে বই-পত্র—তা যেমন সবই সহজে মেলে না, তেমনি, পাওয়া গেলেও, অর্থনৈতিক কারণেই অধিকাংশ শিক্ষার্থীর পক্ষে কেনা সম্ভব হয় না।

আমাদের দেশে যেসব কারণে শিক্ষা লাভ ব্যাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, প্রয়োজনীয় পাঠ্য ও রেফারেন্স বইয়ের অভাব এবং সে সবের চড়া দাম তার মধ্যে অন্যতম প্রধান। এখানেই আসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার এবং পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্ন। দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার থাকতো এবং সেসব প্রয়োজনীয় পাঠ্যবই, রেফারেন্স বই ও অন্যান্য বই-পত্রে সমৃদ্ধ হতো, তা হলে, অধিকাংশ শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় বইপত্র কেনার সঙ্গতির অভাবটা শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতো না। শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় বই-পত্র কিনতে না পারলেও, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার থেকে সে সব নিয়ে এবং পাঠাগারে অধ্যয়নের মাধ্যমেও জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করতে পারতো। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এই যে, আমাদের দেশে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার তো নেই-ই, যেখানে-যেখানে আছে, সেগুলোও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমৃদ্ধ নয়, এবং প্রয়োজনীয় বই-পত্র ও অন্যান্য পাঠ্য-উপকরণও মেলে না, চাহিদা মাফিক পাওয়া যায় না।

দেশের স্কুল-কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা থাক, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গ্রন্থাগার ও পাঠাগারেই কি প্রয়োজনীয় পাঠ্য বই, রেফারেন্স বই ও অন্যান্য বই-পত্র এবং উপকরণাদি যথেষ্ট সংখ্যায় মেলে? বিভিন্ন বিভাগে, বিভিন্ন বিষয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেয়া হয়, এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীই বছর বছর শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু এসব শিক্ষার্থীর অধিকাংশেরই অর্থনৈতিক সঙ্গতি খুবই সীমাবদ্ধ এবং বাস্তব কারণেই তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় পাঠ্যবই, রেফারেন্স বই ইত্যাদি কেনা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে, পাঠাগারেও সব প্রয়োজনীয় বইপত্র সব সময় মেলে না। গ্রন্থাগার ও পাঠাগার যত সমৃদ্ধই হোক, শিক্ষার্থীর সংখ্যার তুলনায় বই-পত্রের সংখ্যা খুবই কম। ফলে, প্রয়োজনের মুহূর্তে সব শিক্ষার্থীকেই সব বই-পত্র দেয়া সম্ভব হয় না।

দেশের স্কুল-কলেজগুলিতে যেখানে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার নেই সেখানে তো বটেই, যেখানে আছে সেখানেও শিক্ষার্থীর তুলনায় পাঠ্যবই ও রেফারেন্স বই ইত্যাদির সংখ্যাল্পতা একটা বড় সমস্যা। স্কুলের এবং নীচের ক্লাসের অপেক্ষাকৃত কম দামের পাঠ্যবই কেনার সঙ্গতিই আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর নেই; কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দামী-দামী পাঠ্যবই, রেফারেন্স বই ইত্যাদি কেনার কথা খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থীই ভাবতে পারে। বস্তুতঃ, পাঠ্যবই, রেফারেন্স বই ইত্যাদির জন্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষার্থীকেই সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার, পাঠাগার ইত্যাদির ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়। এই যেখানে অবস্থা, সেখানে যদি প্রয়োজনের মুহূর্তে সেসব বই না মেলে তাহলে সমস্যাটা কি দাঁড়ায়, তা সহজেই অনুমেয়।

শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীর স্বার্থেই দরকার স্কুল-কলেজ-বিশ্ব-বিদ্যালয় ইত্যাদি সর্বস্তরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেই এমন ব্যবস্থা নেয়া যাতে, শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনে সব পাঠ্য ও রেফারেন্স বই পেতে পারে। এজন্য প্রয়োজন সমৃদ্ধ পাঠাগার, গ্রন্থাগার ইত্যাদি গড়ে তোলা যেখানে পাঠাগার রয়েছে সেখানে বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের বই-পত্র, রেফারেন্স বই ইত্যাদি অধিক সংখ্যায় সংগ্রহ করে এবং যেখানে আদৌ কোনো গ্রন্থাগার নেই, সেখানে গ্রন্থাগার ও পাঠাগার গড়ে তুলে শিক্ষার্থীদের জন্যে সহায়ক ও কল্যাণকর ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। অবশ্য অর্থনৈতিক সঙ্গতির অভাব ও সীমাবদ্ধতা যেমন শিক্ষার্থীদের, তেমনি অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেরও প্রয়োজনীয় পাঠ্যবই, রেফারেন্স বই ইত্যাদি সংগ্রহ করার পথে প্রধান অন্তরায়। সব প্রয়োজনীয় পাঠ্যবই, রেফারেন্স বই ও অন্যান্য শিক্ষা-উপকরণ অনেক ক্ষেত্রেই মেলে না, আবার মিললেও সবক্ষেত্রে অত্যধিক দামের কারণেই কেনা সম্ভব হয় না।

দেশী-বিদেশী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা এবং সমাজের বিত্তশালী অংশও, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় পাঠ্যবই, রেফারেন্স বই ও অন্যান্য শিক্ষা-উপকরণ উপহার দিলে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার, পাঠাগার সমৃদ্ধ হতে পারে, শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় বই-পত্রের অভাবও দূর হতে পারে অনেকখানি। বিশেষ করে বিভিন্ন বিষয়ের যেসব পাঠ্য, রেফারেন্স বই ইত্যাদি আমাদের দেশে মেলে না, বিদেশ থেকে আনতে হয়, সেসব বইপত্র দেশী-বিদেশী সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া গেলে একটা বড় কাজ হয়। এশিয়া ফাউন্ডেশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে উপহার হিসাবে প্রায় সোয়া তিন কোটি টাকার পাঠ্যবই দিচ্ছে বলে যে খবর বেরিয়েছে তা এদিক থেকে খুবই আশাব্যঞ্জক ও প্রশংসনীয়। আরও আশার কথা যে ফাউন্ডেশন বিভিন্ন বিষয়ের যে ৭০ হাজার বই দেবে, তার মধ্যে ২৫ হাজার বই ইতিমধ্যেই এসে গেছে। জানা গেছে, ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্যে প্রতিটি বইয়ের একাধিক কপি থাকবে এবং এসব বইপত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ছাত্র ছাত্রীদের পাঠ্যবইয়ের চাহিদা পূরণ করবে। আমরা আশা করবো, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অন্যান্য সংস্থাও আমাদের স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যবইয়ের চাহিদা পূরণে অনুরূপভাবে এগিয়ে আসবেন।

—সমীক্ষক